ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 103 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৫৯ ● কলকাতা ● ০৫ আশ্বিন, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 66

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর যে পর্যন্ত বিশ্বাসই নেই, তাহলে হৃদয়ের গভীর থেকে প্রার্থনাই যেতে পারে না। আর যে পর্যন্ত হৃদয়ের গভীর থেকে কোন প্রার্থনা না করা হয়, ঐ প্রার্থনা কি করে পূর্ণ হতে পারে? প্রার্থনা করাতে হৃদয়ের বড় মহত্ত্বপূর্ণ স্থান আছে। হৃদয়ের ভাবই হল প্রার্থনার শক্তি আর এই হৃদয়ের ভাব আস্থার ফলে নির্মাণ হয়।"

"আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে চিত্তের মহত্ত্বপূর্ণ স্থান আছে। সেইজন্য চিত্তশুদ্ধির জন্যই প্রত্যেক ধার্মিক কাজে প্রতীকরূপে গণেশ পূজা করা হয়। শ্রীগণেশকে পবিত্রতার প্রতীক মানা হয়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন চিত্তের পবিত্রতা, চিত্তের শুদ্ধতা।

ক্রমশঃ

জিএসটি কাঠামোয় মোদিকে কটাক্ষ খাড়গের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সেপ্টেম্বর সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশে লাগু হচ্ছে নয়া জিএসটি কাঠামো। রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে এই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ঘোষণার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি জানালেন, 'এতগুলো বছর ধরে 'গব্বর সিং ট্যাক্স'-এর মাধ্যমে যে বিরাট ক্ষত তৈরি হয়েছে তাতে সাধারণ ব্যান্ডেডের প্রলেপ দেওয়া হল।'উল্লেখ্য, এদিন মূলত জিএসটির সংশোধিত কাঠামোর কথা দেশবাসীকে জানিয়ে মোদি বলেন, "এখন থেকে শুধুমাত্র ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ GST থাকবে।" এর ফলে বহু জিনিসের দাম কমে যাবে। জাতির উদ্দেশে ভাষণে মোদি জানান, দেশকে আত্মনির্ভর করতে সোমবার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

ঠিকাদার কর্মীদের সমস্যা এনডিএমসি কর্মীরা আবারও আন্দোলনের পথে

এম.কে. মধুবালা, সাংবাদিক

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (এজেন্সি) এনডিএমসি এসসি/এসটি কর্মচারী ফ্রন্ট (নিবন্ধিত) এর আহ্বায়ক অশোক কুমার কাউন্সিল প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন যে ৮৮৯ জন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীকে অন্যান্য কর্মচারীদের মতো সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হোক।

আজ এখানে জারি করা এক বিবৃতিতে, মিঃ কুমার বলেছেন যে পৌর পরিষদ ২৭শে আগস্ট, ২০১৪ তারিখে রেজোলিউশন নং ১৪ (এইচ-১০) এর মাধ্যমে এটি অনুমোদন করেছে। তিনি বলেছেন যে তা সত্ত্বেও, এই কর্মচারীরা এখনও পরিবহন ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা এবং নগদহীন চিকিৎসা সুবিধা পাননি, যদিও কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি আইনত প্রয়োগযোগ্য হওয়া উচিত।

তিনি বলেন যে যখন কাউন্সিলের প্রস্তাবটি পাস হয়ে গেছে, তখন প্রযুক্তিগত কারণ বা অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিলম্বের ভিত্তিতে কর্মীদের তা থেকে বঞ্চিত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন যে সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদ সমতা এবং সমান সুযোগের অধিকার নিশ্চিত করে, যার ভিত্তিতে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রতি বৈষম্য করা ঠিক নয়। তিনি সতর্ক করে বলেন যে পরিস্থিতি একই থাকলে পুনরায় আন্দোলন করতে হবে।

ফ্রন্ট নেতা বলেন, ভাতা এবং চিকিৎসা সুবিধার অভাবে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে, বাড়ি ভাড়া ভাতা ছাড়া বেঁচে থাকা কঠিন এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাবে, অনেক কর্মচারী এবং তাদের পরিবার গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এল.এস.

বনগাঁয় বসে মানব পাচারের কারবার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মানব পাচার মামলায় এবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে দুজনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। মানব পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অমল কৃষ্ণ মণ্ডল এবং আমির আলি শেখকে গ্রেফতার করেছেন এনআইএ-র গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, মাস কয়েক আগে ভুবনেশ্বরে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে ওড়িশা পুলিশ।ভুবনেশ্বর থেকে আসা এনআইএ টিম শনিবার অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা

এরপর ৪ পাতায়

পিতৃ তর্পণে উপচে পড়া ভিড় মানিকচকের গঙ্গাঘাটে

পার্থ ঝা,মালদা

মহালয়ার মধ্য দিয়ে পিতৃপক্ষের অবসান সূচনা হল দেবী পক্ষের। আর এই পুণ্যলগ্নে পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণের পুণ্য ছবি দেখা গেল মালদার মানিকচকের গঙ্গাঘাটে।

জানা গেছে, মহালয়া থেকেই পিতৃপক্ষের শেষ এবং দেবীপক্ষের শুরু। দেবীপক্ষের এই কৃষ্ণা প্রতিপদেই পরলোকগত পূর্ব-পুরুষরা মর্ত্যধামে নেমে আসেন তাদের উত্তরসূরীদের কাছ থেকে জল পাওয়ার আশায়। তাই যুগ যুগ ধরে এই বিশেষ তিথিতে হয়ে আসছে পিতৃ তর্পণ। তাই পুণ্যলাভের আশায় রবিবার সকাল থেকেই মালদার মানিকচকের গঙ্গাঘাটে পিতৃ তর্পণের ছবি নজরে আসে।জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পুন্যার্থীরা আসেন মানিকচক গঙ্গাঘাটে।

তর্পণ পাঠে সামিল মানুষজন পুরোহিতের পুণ্য মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পুরুষের উদ্দেশ্যে জলার্ঘ্য অর্পণ করেন। তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করেন। প্রতি বছরের মতো এবার ও প্রচুর ভিড় দেখা যায়। পিতৃ তর্পণের মন্ত্রপাঠ করে পূর্ব-পুরুষদের প্রতি জল নিবেদন করেন।

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আটক TMC কাউন্সিলর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে পরপর গুলি চলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। রবিবার দুপুরেও দক্ষিণ কলকাতার একটি জিমে গুলি চলেছে। এই পরিস্থিতির মাঝে এবার কার্তুজ সহ বিমানবন্দর থেকে আটক করা হল খোদ কাউন্সিলরকে। রবিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে আটক করা হয়েছে। কেন ওই তৃণমূল নেতা আগ্নেয়াস্ত্রের সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা স্পষ্ট নয়।এরপর ব্যাগ চেক করে একে একে উদ্ধার করা হয় ৬ রাউন্ড ৭.৬৫ কার্তুজ ও ম্যাগাজিন। ওই আগ্নেয়াস্ত্রের সরঞ্জামের কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি কাউন্সিলর। তাই তাঁকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে শাসক দলের নেতার ব্যাগে এভাবে আগ্নেয়াস্ত্রের সরঞ্জাম মেলায় প্রশ্ন উঠছে সব মহলেই।দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ আমিরুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এদিন তিনি ইন্ডিগোর একটি মুম্বইগামী বিমানে চাপতেই বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। নিয়মমাফিক ব্যাগ স্ক্যান হওয়ার সময় ওই নেতার ব্যাগে ধাতব বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই ওই কাউন্সিলরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

(১ম পাতার পর)

জিএসটি কাঠামোয় মোদিকে কটাক্ষ খাড়্গের

হবে। তিনি বলেন, "আগামিকাল থেকে দেশবাসীর সাশ্রয় উৎসব শুরু হবে। এর ফলে দেশবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক পণ্য সস্তা হয়ে যাবে।" দেশবাসীকে স্বদেশি পণ্য কেনা ও বিদেশি বর্জনেরও আবেদন জানান মোদি।প্রধানমন্ত্রী ভাষণের পরই এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে তোপ দেগে খাড়্গে লেখেন, '৯০০ ইঁদুর খেয়ে বিড়াল এবার হজ করতে চললেন। মোদিজি, আপনার সরকার কংগ্রেসের সরল জিএসটির পরিবর্তে আলাদা আলাদা ৯টি স্ল্যাবে তোলাবাজির জন্য 'গব্বর সিং ট্যাক্স' লাগু করেছিল। গত ৮ বছরে এর মাধ্যম ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা উসুল করা হয়েছে। এখন আপনি ২.৫ লক্ষ কোটি টাকার 'সঞ্চয় উৎসব'-এর কথা বলছেন। গভীর ক্ষত তৈরি করার পর এখন সেই ক্ষতে সাধারণ ব্যান্ড-এইডের প্রলেপ দিচ্ছেন। দেশের মানুষ কখনই ভুলবে না আপনি তাঁদের চাল, ডাল, শস্য, পেন্সিল, বই, চিকিৎসা সামগ্রী, কৃষকদের ট্রাক্টর – সবকিছুর উপর জিএসটি আদায় করেছেন। আপনার সরকারের উচিত জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়া।' একইসঙ্গে জিএসটি বাবদ সরকারের আয়ের খতিয়ান তুলে ধরেন খাড়্গে।

নরেন্দ্র মোদি অবৈধভাবে কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা জয়রাম রমেশ। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী জিএসটি কাউন্সিলের সংশোধনীর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নিজে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ এটি একটি সাংবিধানিক সংস্থা।' কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে। তিনি লেখেন, 'আগামিকাল জিএসটি হার কমানোর কথা। সব ঘোষণা ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। লালকেল্লা থেকে ঘোষণাও করে ফেলেছেন মোদি। আজ তাঁর মনে হল নিজের মুখ খানিক উজ্জ্বল করার সুযোগ কীভাবে ছাড়া যায়! তাই জোর করে এই ভাষণ। এমনভাবে ভাষণ দিলেন যেন ২০১৭ সালে অন্য কেউ পুরনো জিএসটি কাঠামো তৈরি করেছিল। ওনার উচিত ছিল ক্ষমা চাওয়া।'

প্রধানমন্ত্রীর অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা সফর

নতুন দিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ সেপ্টেম্বর অরুণাচল প্রদেশ এবং ত্রিপুরা সফর করবেন। ইটানগরে ৫,১০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।

এর পর ত্রিপুরা সফরে যাবেন। সেখানে তিনি পূজা ও দর্শন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং মাতাবাড়িতে 'মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী টেম্পল কমপ্লেক্স'-এ উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করবেন।

অরুণাচল প্রদেশ সফর প্রধানমন্ত্রীর

জলবিদ্যুতের প্রচুর সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ইটানগরে ৩,৭০০ কোটি টাকার দুটি প্রধান জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তাওয়াং-এ একটি অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টারেরও শিলান্যাস করবেন তিনি। এই সেন্টারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সম্মেলন, সাংস্কৃতিক উৎসব এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে। এতে দেড় হাজারেরও বেশি প্রতিনিধির যোগদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

এছাড়া যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, অগ্নি সুরক্ষা, কর্মরত মহিলাদের হস্টেল সহ ১,২৯০ কোটি টাকার বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পেরও সূচনা করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় কর দাতা, ব্যবসায়ী এবং শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে জিএসটি সংস্কারের প্রভাব নিয়ে আলোচনায় মিলিত হবেন।

ত্রিপুরা সফর প্রধানমন্ত্রীর

ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং সংরক্ষিত রাখার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাতাবাড়িতে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী টেম্পল কমপ্লেক্সের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরার গোমতি জেলার উদয়পুরে অবস্থিত এই মন্দিরটি ৫১টি শক্তিপীঠের অন্যতম। এর সংস্কারের মধ্যে রয়েছে নতুন রাস্তা নির্মাণ, একটি তিনতলা ভবন, ধ্যানকক্ষ, প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা সহ অন্যান্য সুবিধা। পর্যটনের বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীদের খোঁজে জারি তল্লাশি অভিযান

জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতোয়ারে সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ। দু'পক্ষের মধ্যে রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ গুলির লড়াই শুরু হয় বলে সেনা সূত্রে খবর। জঙ্গলের মধ্যে চলছিল এই গুলি লড়াই। সেনার তরফে জানানো হয়েছে যে অভিযান জারি রয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এই গুলির লড়াইয়ে কারও আহত হওয়া কিংবা মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।বিগত বেশ কয়েকটি উপত্যকার অভিযানেই দেখা গিয়েছে এই এক ধরনের প্যাটার্ন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধুর ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল কিংবা ঘন জঙ্গলে ঢালা এলাকায় গা-ঢাকা দিয়েছে জঙ্গিরা। তাদের খুঁজে বের করা এবং নিকেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে সেনাবাহিনী। মূলত এবছর ২২ এপ্রিলের পহেলগাঁও হামলার পর থেকেই জঙ্গি দমনের ব্যাপারে আরও বেশি সক্রিয় এবং তৎপর হয়েছে উপত্যকার পুলিশ এবং সেনাবাহিনী। এর আগেও বেশ কয়েকটি অভিযান হয়েছে। কোথাও সাফল্য এসেছে পুরোপুরি। কোথাও বা জঙ্গি দমনে সাফল্য পায়নি সেনা। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত লুকিয়ে থাকা জঙ্গি ঘাঁড়ি সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্য নিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী। এমনকি এভাবে অভিযানের মাধ্যমেই পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার অন্যতম মূলচক্রীদের নিকেষ করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। অপারেশন সিঁদুর হয়েছে বিগত ৭ মে। তারপর থেকে জঙ্গি দমনে আরও তৎপর ভারত। কাজেকর্মে স্পষ্টই এদেশের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, কোনওভাবেই নাশকতামূলক জঙ্গি কার্যকলাপকে বরদাস্ত করা হবে না।এক্স মাধ্যমে পোস্ট করে কিশতোয়ারের এই গুলির লড়াইয়ের কথা জানানো হয়েছে White Knight Corps- এর তরফে। এক্স মাধ্যমের পোস্ট থেকে জানা গিয়েছে, White Knight Corps- এর অ্যালার্ট ট্রুপ আজ দুপুর ১টা নাগাদ কিশতোয়ারের ঘন জঙ্গল ঘেরা এলাকায় অভিযান শুরু করেছিল। গোপন গোয়েন্দা সূত্রে সেনার কাছে আগে থেকে ওই জায়গায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর ছিল। আর তার ভিত্তিতেই শুরু হয় অভিযান। দু'পক্ষের গুলির লড়াই হয়েছে। তবে কেউ আহত হয়নি। কারও মৃত্যুর খবরও পাওয়া যায়নি। এদিকে অভিযান জারি রয়েছে লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খুঁজে বের করার জন্য।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনচল্লিশতম পর্ব)

নগরবাসী! দেখবি যদি আয়
জগৎ জিনিয়া চূড়া – যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায়রে চূড়া- যম জিনিতে যায়।"

রাজপরিবারের লোকেরা মৃত্যুপথ যাত্রী চূড়ামণি বাবুর এই কঠোর বিদ্রুপে খুব মর্মাহত হলেন। কয়েক দিন গঙ্গাবাস করে, চূড়ামণি দত্ত শেষ পর্যন্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করলেন।

পুত্র কালীপ্রসাদ মহাসমারোহে চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন করছেন। এমন সময় নতুন বিভ্রাট উপস্থিত। জনরব উঠেছে কালীপ্রসাদ মাঝে মধ্যেই এক মুসলমান বাঈজীর ঘরে রাত কাটান।

ক্রমশঃ
(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

বনগাঁয় বসে মানব পাচারের কারবার

হয়। পরে তাঁদের ট্রানজিট রিমান্ডে ভুবনেশ্বর নিয়ে যায় এনআইএ। ধৃতদের থেকে মোবাইল, পাসপোর্ট সহ বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেন গোয়েন্দারা। ধৃতদের বাংলদেশে লেনদেনের তথ্য হাতে পেয়েছেন এনআইএ গোয়েন্দারা। সেই সূত্র ধরে তদন্ত চালানো হচ্ছে।অভিযোগ, অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রথমে কলকাতা, তারপর কটক। ওই নাবালিকার সঙ্গে কথা বলে মানবপাচার চক্রের হদিশ পায় পুলিশ। যোগ থাকার তথ্য সামনে আসতেই তদন্ত শুরু করেন এনআইএ-র গোয়েন্দারা।

তদন্তে নেমে এক দম্পতির নাম জানতে পারেন গোয়েন্দারা। ওই দম্পতি আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এই মানব পাচার চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা তদন্ত করতে গিয়ে তাঁদের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখেই গাইঘাটার বাসিন্দা অমলকৃষ্ণ মন্ডল এবং বনগাঁর বাসিন্দা আমির আলী শেখের যোগ উঠে আসে। আমির আলী শেখ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। অমলকৃষ্ণ গাইঘাটার বাসিন্দা। অভিযোগ, সীমান্ত পার করে নিয়ে আসার পর থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন এই অমল।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

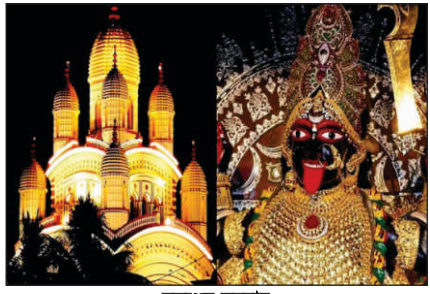

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অর্থাৎ তাঁর মূর্তিরূপের ভয়াভয় যেন একত্রে আইডিলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস ও কোয়ারসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস – বাঙালি শক্তিকেন্দ্রের দুই স্তম্ভ। কালীর মুণ্ডমালা মূর্তিরূপ আমাদের মৃত্যুর সামনে দাঁড় করায় যা জীবনের সবথেকে বড় সত্য। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল ,কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌঁছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কণ্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার।

করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত।তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত তাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক,এমনই পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে।কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা।দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ।তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন ।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি ।সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, "আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?" আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো: সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক।মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা – নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ।কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা গৌণ বিষয়।

সংবাদের খোঁজে প্রতিমুহূর্তেই ঘুরে ফিরছে সাংবাদিকরা। সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই চোখে পড়ে অনেক কিছু, যা হয়ত সংবাদ নয় কিন্তু সাংবাদিক মন লিখতে চায়। জানাতে চায় তার পাঠকদের।খবরের জন্য এখন সবসময় মাঠে-ঘাটে যেতে হয় না। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে আরাম কেদারায় বসেও সহজেই লিখে দেয়া যায় বড় বড় খবর। রাজন হত্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু খবর তো মূলধারার সংবাদমাধ্যমের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আমরা পেয়েছি।এযুগে নির্ভরযোগ্যতার বাছবিচর ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে ভুল সংবাদ প্রচারের দায়ও নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নামও কিন্তু এই তালিকায় আছে।

'সাংবাদিকের চোখ' এবং বিবেচনাবোধ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা খুশি তাই প্রচার করে দেয়া নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের উৎস বা সূত্র ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং প্রশ্নাতীতভাবে ঠিক খবরের পরিবেশক ভাবা কখনোই ঠিক নয়।আধুনিক এই যুগে আমরা সবাই কম বেশি পেপার পড়ি। অনলাইন, প্রিন্টের দুনিয়াতে নানা খবরাখবরের সাথে আমরা আপডেটেড থাকি সংবাদকর্মীদের কল্যাণে।সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহে। এটাই মূলত তাদের নেশা ও পেশা। ঘটনাপ্রবাহ ও ফিচার এমনভাবে লিখতে হয় যাতে পাঠক একবার পড়লেই পুরো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো রিসার্চ। যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখবেন, ঐ বিষয়টি গুগল করুন। আপনার সামনে আসবে আসবে হাজার হাজার তথ্য। নিজের প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করুন ও তা প্রয়োগ করুন লেখার সময়।

ফিচার রাইটার (যারা পেপার / পত্র পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহ করেন তা লেখেন প্রকাশের জন্য) টেলিভিশন সাংবাদিকতা (যেখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক ও তার দল চলে যান খবর সংগ্রহে যা আমরা পরবর্তীতে টিভি খবরে দেখতে পাই) ফটোজার্নালিস্ট (এই ব্যাক্তি সাংবাদিক তবে খবর সংগ্রহের না, ছবি সংগ্রহের। ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে তার সাথে আপটু ডেট থাকা ও দরকারে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা এ ধরনের সাংবাদিক এর কাজ) প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোন বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখবেন। যদি কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে লিখতে চান তবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে –

– ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে
– কোথায় ঘটেছে ঘটনাটি, কেন ঘটেছে
– কবে ঘটেছে (দিন, তারিখ, সময়)
– কিভাবে ঘটলো, সূত্রপাত, ঘটনাপ্রবাহ ও বিস্তারিত
– ঘটনা ঘটার সময়ে আশে পাশে থাকা বক্তা / একাধিক বক্তার মন্তব্য! বড় বড় সংবাদ সংগ্রহকারী ওয়েবসাইট আছে যার সারাবিশ্বের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত যেমন – রয়টার্স, বিবিসি, সিএন এন ইত্যাদি। এদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সংবাদ তৈরী করতে পারেন। নিয়মিত পেপার, টেলিভিশনের সাথে আপ-টু-ডেট থাকা আপনার জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে রিসার্চ এর ব্যাপারে। একজন ভালো সংবাদকর্মী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা ও রিসার্চ করতে হবে ও যে কোন বিষয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানতে হবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংবাদ পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ পরিবেশন করার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে আজকের দিনে বাঁচিয়ে রাখাটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠা কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেল খচ্চর নামে পকেট মানি দিয়ে সাংবাদিকদেরকে অসৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে, সব সাংবাদিকরা সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কারীদে তেমনি অর্থ পাচ্ছে না কেন মালিকরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। তারা না পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন না পাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না অসৎ পথে উপায়। তাহলে সংবাদসংস্থার কর্মচারীদের মাইনে কিভাবে তারা দেবে এ নিয়ে দিনের পর দিন ভুগছে মালিকপক্ষ। আর এই কারনেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজার-হাজার কাগজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। সাংবাদিকরা বেঁচে থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে এটা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে সাংবাদিকরা বেঁচে থাকবে, যুগে উল্টোটাই হচ্ছে সাংবাদিকরা লোকাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে অথচ কাগজের মালিকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিষ্টান বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের মালিকপক্ষ রাই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকালে অর্থনৈতিক সাহায্য তুলে এনে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করার। কচু কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্মসংস্থান তো দূরের কথা ছোট কাগজগুলো গলাটিপে হত্যা করছে সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে। এটা কি মোদি সরকারের দ্বিচারিতা নয়, মোদি সরকার বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রেখেছে। অথচ প্রকৃত গ্রাম গঞ্জের সত্য কথা লেখা কাগজগুলো আদর্শ সাথে যারা তৈরি করছে সেই সব কাগজগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এক প্রকার সত্য কণ্ঠটা কে রোধ করে দিয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা বলে মনে করছে পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকার মালিক সংবাদকর্মী ও সম্পাদকরা। আগামী দিনে এই ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে, তাহলে বিগত লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে তেমনই ইঙ্গিত স্পষ্ট গ্রামগঞ্জের ছোট পত্রপত্রিকার কর্মী সংগঠনের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এসমস্ত কাগজের যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আগামী দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

সিনেমার খবর

নায়ককে সজোরে থাপ্পড়, হোটেলে ফিরে কেঁদে ফেলেন কাজল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কাজল যে রগচটা ও ঠোঁটকাটা স্বভাবের, তা মোটামুটি অনেকেরই জানা। এমনকি বহুবার গুঞ্জন শোনা গেছে যে, শুটিং ফ্লোরে কাজল নাকি কথায় কথায় এতটাই রেগে যেতেন যে, শুটিং ফ্লোরের অন্যান্যরা তটস্থ হয়ে থাকতেন। তবে, কাজল কিন্তু একেবারে ক্যারিরিয়ারের শুরুতে এমনটা ছিলেন না। উল্টো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজলের মতো নরম মনের মানুষ তখন প্রায় দেখাই যেত না। আর তাই তো প্রথম সিনেমায় একটা দৃশ্যের শুটিংয়ের পর হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন কাজল!

সময়টা নব্বইয়ের দশক। তখন সবেমাত্র বলিউডে পা দিয়েছেন তনুজা কন্যা কাজল। সিনেমার নাম 'বেখুদি'। কাজলের বিপরীতে নায়ক হিসেবে কামাল সাদানাহ। এই সিনেমার একটি দৃশ্যে কামাল সাদানাহকে চড় মারতে হতো। কিন্তু ক্যামেরা অন হওয়া মাত্রই কাজল পিছিয়ে আসছিলেন, কিছুতেই চড় মারতে পারছিলেন না কামাল সাদানাহকে। ফলে রিটেকের পর রিটেক। কাজলের ওপর রীতিমতো রেগে গিয়েছিলেন পরিচালক।

রেগেমেগে, কাজলকে তিনি বলেই দিলেন, তোমার দ্বারা হবে না। ব্যস, পরিচালকের এ কথা শুনেই কাজলের যেন জেদ চেপে বসল, এরপরই কামালের গালে ঠাসিয়ে চড় মারলেন কাজল।

কাজল এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কমল খুব ভদ্র একটা ছেলে। খুব শান্ত স্বভাবের। ওকে এমনটা করতে চাইনি। এতটাই খারাপ লেগেছিল যে, আমি হোটেল রুমে ফিরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলেছিলাম। পরে কামালই আমাকে বুঝিয়ে ছিল, এটা শুধুই একটা অভিনয়। কামালের এ কথা শুনে আমি সেদিন আরও কেঁদেছিলাম।

বিপুল সম্পত্তির ভাগ জটিলতা, আদালতে কারিশমার ২ সন্তান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের প্রয়াত শিল্পপতি সঞ্জয় কাপুরের বিপুল সম্পত্তি ঘিরে আইনি জটিলতা দেখা দিয়েছে। প্রায় ৩০ হাজার কোটি রুপির এই সম্পত্তি কে পাবেন, তা নিয়ে একদিকে সঞ্জয়ের প্রাক্তন স্ত্রী বলিউড অভিনেত্রী কারিশমা কাপুরের তার দুই সন্তান সামাইরা ও কিয়ান। অন্যদিকে সঞ্জয়ের তৃতীয় স্ত্রী প্রিয়া সচদেব।

৪ সেপ্টেম্বর দিল্লি হাইকোর্টে বিষয়টি নিয়ে শুনানি হয়। শুনানির পর খ্যাতনামা আইনজীবী মহেশ জেঠমালানির মাধ্যমে সঞ্জয় কাপুরের সন্তান সামাইরা ও কিয়ান কাপুর অভিযোগ করেছেন, প্রিয়া সচদেব জাল নথি তৈরি করে তাদের সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে, প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী রাজীব নায়ারের দাবি, সামাইরা ও কিয়ানের নামে ইতিমধ্যেই প্রায় ১৯০০ কোটি রুপি সমমূল্যের সম্পত্তি লিখে দেওয়া হয়েছে। তবু তারা সন্তুষ্ট নন।

শুরুতে প্রিয়া সচদেবের আইনজীবী রাজীব সম্পত্তির উইল দেখাতে রাজি না হননি। উইল দেখাতে হলে শর্তসাপেক্ষে সামাইরা ও কিয়ানকে আগে একটি নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট সই করতে হবে বলে জানান রাজীব।

পরে আদালত প্রশ্ন তোলেন, 'সন্তানদের কাছে উইল গোপন রাখার কারণ কী? প্রয়োজনে গোপনীয়তা রক্ষার ক্লাব গঠন করা যেতে পারে।' আদালতের নির্দেশে প্রিয়া সচদেব সিল করা খামে উইল জমা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সম্পত্তির বিষয় নিয়ে সঞ্জয় কাপুরের মা রানী কাপুরও আদালতে অভিযোগ করেন। তার দাবি, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আমি ৮০ বছরের বৃদ্ধা। আমার স্বামী সোনা কমস্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অথচ এখন আমার হাতে কিছুই নেই। অন্তত ১৫টি ইমেল লিখেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। আমার ছেলেই আমাকে নিঃস্ব করে গেছে।'

প্রসঙ্গত, সঞ্জয় কাপুর গত জুনে লন্ডনে পোলো খেলার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৩। কিছুদিন আগে সঞ্জয়ের মা রানি কাপুর অভিযোগ করেন, তার ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক ছিল না, এর পেছনে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে।

প্রতারণা মামলায় স্বস্তি পেলেন শাহরুখ-দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গেল ২৭ আগস্ট শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন রাজস্থানে কীর্তি সিং নামের এক ব্যক্তি। ওই মামলায় আদালতে স্বস্তি পেলেন দুই তারকা

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ফিল্মফেয়ার জানিয়েছে, দুই তারকার বিরুদ্ধে মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন আদালত।

কীর্তি সিংয়ের অভিযোগ, প্রায় ২৩ লাখ ৯৭ হাজার রুপিতে হুন্দাই কোম্পানির একটি গাড়ি কেনেন তিনি। গাড়িটি কেনার পর থেকেই নানান সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। বহুবার অভিযোগ জানানোর পরও কোম্পানি কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

গাড়ি ইস্যুতে শাহরুখ ও দীপিকার নাম যুক্ত হওয়ার কারণ হল- শাহরুখ ও দীপিকা ওই কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। কীর্তি সিংহর অভিযোগ, তিনি মূলত শাহরুখ ও দীপিকার করা বিজ্ঞাপন দেখে গাড়িটি কিনেছিলেন। তাই এই দুই তারকার বিরুদ্ধে মামলা করেন।

এরপর রাজস্থান হাইকোর্টে মামলাটি খারিজের আবেদন জানান শাহরুখ ও দীপিকা। শাহরুখের পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিবল যুক্তি দেন, 'বিজ্ঞাপন মানেই পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেওয়া নয়।' দীপিকার আইনজীবী মাধব মিত্রও একই কথা তুলে ধরেন, 'তিনি কেবল ব্র্যান্ডের প্রচারে যুক্ত ছিলেন, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই।'

আইনজীবীরা আরও জানান, অভিযোগকারী প্রায় তিন বছর ধরে গাড়িটি ব্যবহার করেছেন এবং ৬৭ হাজার কিলোমিটারের বেশি চালিয়েছেন। যদি তার কোনো অভিযোগ থাকত, তবে তা ভোক্তা আদালতে জানানো উচিত ছিল।

বিচারপতি সুধেশ বংশাল বলেন, 'মামলা কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই। ফলে শাহরুখ, দীপিকা, কোম্পানির ছয় কর্মকর্তাসহ সবার বিরুদ্ধে মামলা স্থগিত করা হয়েছে।'

শাহরুখ খান ১৯৯৮ সাল থেকে কোম্পানিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে কাজ করছেন। অন্যদিকে, দীপিকা পাড়ুকোন ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে অ্যাম্বাসেডর হিসেবে রয়েছেন।

রিয়ালের ছয় ম্যাচে ছয় জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগায় এবার তাদের ছয় ম্যাচে ছয় জয় নিশ্চিত করলো। আজ বার্নাব্যুতে এস্পানিওলকে ২-০ গোলে হারিয়ে জাবি আলোনসোর শিষ্যরা ধারাবাহিক জয় নিয়ে ফ্যানদের সামনে একবার আরও জোরালো ইঙ্গিত দিলো।

ম্যাচে কোচ আলোনসোর একাদশ কিছুটা চমক ছিল, বিশেষ করে আক্রমণে কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে গঞ্জালো গার্সিয়াকে জুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফুটবলপ্রেমীদের নজর কাড়ে। তবে ম্যাচের প্রথম গোলটা এদের কেউ করেননি, বরং করেছেন অপ্রত্যাশিত নায়ক এদুয়ার্দো মিলিতাও। প্রথম ২৩ মিনিটের মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদ গোলের স্পষ্ট সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথম গোলটি হয়তো তেমন পরিষ্কার সুযোগ বলা যাবে না, যখন প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বল নিয়ে এগিয়ে যান মিলিতাও। মনে হচ্ছিল এস্পানিওল এই আক্রমণকে সহজেই থামিয়ে দেবে, কিন্তু গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচের পক্ষে তার বুলেট গতির শট ঠেকানো সম্ভব হয়নি।

এস্পানিওলও রিয়ালকে বেশ বিপদে ফেলেছিল। ফার্নান্দো ক্যালেরো ও টাইরিস ডলান গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ পেয়েও থিবো কোর্তেওয়াকে ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হন। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই এমবাপ্পে দুর্দান্ত এক শটে ডি-বক্সের বাইরে থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে দিলেন।

ম্যাচে রিয়ালের তৃতীয় গোলের সুযোগও ছিল, কিন্তু দিমিত্রোভিচ এমবাপ্পের দুটি শট রুখে দেন এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। সবশেষে এগুলো ম্যাচের ফলাফলে কোনো প্রভাব ফেলেনি।

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শচীন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারিসহ নীতি নির্ধারণী কিছু পদে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচন হবে। বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তি ক্রিকেটার শচীন টেন্ডুলকার ওই নির্বাচনে অংশ নেবেন এমন গুঞ্জন বের হয়। এমনকি তিনি পরবর্তী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন এমন খবরও ছড়িয়েছে।

শচীনের পক্ষে তার প্রতিষ্ঠান এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি গুঞ্জন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তিনি বিসিসিআই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে ভিত্তিহীন জল্পনা-কল্পনায় বিশ্বাস না করার অনুরোধ করছি।'

শচীনের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান এসআরটি (শচীন রমেশ টেন্ডুলকার) স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড বিবৃতি দিয়ে বলেছে, 'আমাদের নজরে এসেছে যে, শচীন টেন্ডুলকার বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করছেন বা প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তাকে মনোনীত করা হয়েছে বিষয়ক কিছু প্রতিবেদন হয়েছে এবং গুজব ছড়িয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে, এই তথ্যের পুরোপুরি বানোয়াট।'

শচীনের প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এমন ভিত্তিহীন জল্পনায় কান না দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। এর আগে বিসিসিআই-এর সভাপতি ছিলেন ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী পেসার রজার বিন্নি। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তার বয়স ৭০ বছর পেরিয়ে যাওয়ায় প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। এছাড়া জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যান হওয়ায় সেক্রেটারি পদে দেবজিৎ সাইকিয়া দায়িত্ব নেন।

ভারতের সংবাদ মাধ্যমের মতে, আগামী বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচন হবে। তবে বর্তমান সেক্রেটারি দেবজিৎ, জয়েন্ট সেক্রেটারি রোহান দেশাই এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিং ভাটি পুনরায় দায়িত্বে থেকে যেতে পারেন। কেবল নির্বাচন হবে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে জার্মান ক্লাবে এরিকসেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

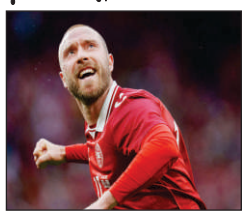

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সঙ্গে তিন বছরের পথচলার পর নতুন ঠিকানায় পাড়ি জমালেন ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। ইংলিশ ক্লাবটির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কিছুদিন ক্লাবহীন থাকলেও অবশেষে জার্মান ক্লাব ভলসবুর্গে যোগ দিয়েছেন এই ডেনিশ মিডফিল্ডার।

৩৩ বছর বয়সী এরিকসেন বুন্দেসলিগার ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন, যা ২০২৭ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ভলসবুর্গে এটি হবে তার প্রথম জার্মান ক্লাব ক্যারিয়ারে।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে এরিকসেন তিন মৌসুমে মাঠে নেমেছেন ১০৭ বার। এ সময়ে করেছেন ৮টি গোল, সঙ্গে অ্যাসিস্ট ১৯টি। ওল্ড ট্রাফোর্ডে তার সময়ে ইউনাইটেড জিতেছে একটি ক্যারাবাও কাপ (২০২৩) ও একটি এফএ কাপ (২০২৪)।

ভলসবুর্গে যোগ দিয়ে নিজের অনুভূতি জানিয়ে এরিকসেন বলেন, "ভলসবুর্গ বুন্দেসলিগায় আমার প্রথম ক্লাব। আমি নতুন রোমাঞ্চের অপেক্ষায় ছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমরা একসঙ্গে কিছু অসাধারণ অর্জন করতে পারব।"

এরিকসেন আরও বলেন, "কোচ পল সিমন্সের অধীনে খেলার বিষয়টিও আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মনে হয়েছে, তিনি আমাকে নিয়ে বেশ পরিষ্কার পরিকল্পনা করেছেন। এছাড়া দলে ডেনমার্ক জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখও রয়েছে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজ করে দিয়েছে।"

২০২০ ইউরোর সময় মাঠেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গোটা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন এরিকসেন। তবে চিকিৎসা শেষে আবার মাঠে ফেরেন তিনি। আয়াক্সে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করা এরিকসেন এরপর খেলেছেন টটেনহ্যাম হটস্পার, ইন্টার মিলান, ব্রেন্টফোর্ড এবং সর্বশেষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR